দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 16 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ২ ...

বাকৃবির শিক্ষক নিয়োগে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির অভিযোগ

■ আব্দুস সালাম সাগর, বাকৃবি সংবাদদাতা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) চলতি বছরে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক নিয়োগে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। মেধাবী প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও প্রভাবশালী শিক্ষকদের স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির কারণে তারা নিয়োগ পাননি। জানা যায়, গত সোমবার বাকৃবির ২৯৮তম সিন্ডিকেট সভার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। ওই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাকৃবির মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পান কৃষি অনুষদের অনার্সে অষ্টম স্থান অধিকারী মো. শফিকুল ইসলাম। সে বাকৃবির মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাবশালী শিক্ষক প্রফেসর ড. মো. রফিকুল ইসলামের জামাতা। অথচ বাকৃবির একই অনুষদের অনার্সে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী আহম্মাদ মোস্তফা কামাল শামীম এবং ষষ্ঠ স্থান অধিকারী নসিরা ইয়াসমিন হ্যাপি ওই বিভাগের প্রভাষক হতে পারেনি। আহম্মাদ মোস্তফা কামাল শামীম গত বছর বাকৃবির ৬ষ্ঠ সমাবর্তনে স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। ওই সিন্ডিকেট সভায় বাকৃবির কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বাকৃবির মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের একোয়াকালচার বিভাগের প্রভাবশালী শিক্ষক প্রফেসর ড. এমএম রহমত উল্লাহর ছেলে এমএম আশিক উল্লাহ। বাকৃবির কৃষি অনুষদের অনার্সে তার স্থান চতুর্থ। অথচ কৃষি অনুষদের অনার্সে তৃতীয় স্থান অধিকার করেও কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পাননি ইফাত আরা মাহজাবিন মন্টি।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিতত্ত্ব বিভাগে অষ্টম স্থান থেকে নিয়োগ পেয়েছেন মো. জামিল। অথচ নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন কৃষি অনুষদের অনার্সে ৩য় স্থান ও স্বর্ণ পদকপ্রাপ্ত মাসুদ রানা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ব বিভাগে নিয়োগ পেয়েছেন অষ্টম স্থানধারী কৃষ্ণা রানী দাস এবং নবম স্থানধারী সাদেহ মো. আদনান। কিন্তু নিয়োগ পাননি ৩য় স্থানধারী আরিফ উদ্দিন।

কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, অনার্সে তুলনামূলকভাবে ভাল ফলাফল থাকা সত্ত্বেও স্বজনপ্রীতি আর দুর্নীতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত হলেন তারা

কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগে নিয়োগ পাননি অনার্সে ২য় ও মাস্টার্সে ১মস্থান অধিকারী সুলতান মিয়া। অথচ নিয়োগ পেয়েছেন অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী ও পঞ্চম স্থান অধিকারী মণি। অন্যদিকে ওই একই বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ওই বিভাগের প্রভাবশালী শিক্ষক অধ্যাপক ড. শামসুদ্দীনের মেয়ে ফারহানা শারমিন সুমা। এদিকে একই সিন্ডিকেটে বাকৃবির সীড সায়েন্স ও টেকনোলজি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রভাবশালী শিক্ষক প্রফেসর ড. মো. ফেরদৌস মন্ডলের ছেলে আতিক উস ছাহিদ। তিনি অনার্সে ১০ম স্থান অধিকার করেন। অথচ ৭ম স্থান অধিকার করেও প্রভাষক হতে পারেননি রহিমা বিনতে হক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অভ এগ্রিবিজনেস ম্যানেজমেন্টে নিয়োগ পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ সংক্রান্ত সিলেকশন কমিটির কমন মেম্বার (শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত সকল কমিটির সদস্য) পশুপুষ্টি বিভাগের অধ্যাপক ড. জসিম উদ্দিন খানের ছেলে শাহরিয়ার আমিন খান। শাহরিয়ার আমিন বেসরকারি একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাসকৃত। অথচ নিয়োগ পাননি বাকৃবির কৃষি অর্থনীতি অনুষদ পাসকৃত অনার্সে ৩য় স্থান অধিকারী মনোজ দাস। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের বেশ কয়েকজন জানান, অনার্সে তুলনামূলকভাবে ভাল ফলাফল থাকা সত্ত্বেও স্বজনপ্রীতি আর দুর্নীতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত হলেন তারা।

বাকৃবির রেজিস্ট্রার এবং সিন্ডিকেটের সচিব মো. নজিবুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ বিষয়ে কোন কথা বলতে রাজি হননি।